ভোরের কাগজ

MAR. 0 4 2001

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৫ বছর পর পরীক্ষা হলো চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডে

চট্টগ্রাম অফিস : চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের বিভিন্ন কর্মকর্তা-কর্মচারীর ১৬টি পদে লোক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার প্রায় ৫ বছর পর লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হলো। গত শুক্রবার এই লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হলেও শিক্ষা বোর্ডের কিছু অসাধু কর্মচারী এই পরীক্ষা বাতিলের ষড়যন্ত্র করছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ড নিয়োগ পরীক্ষার্থী সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দ এক বিবৃতিতে অবিলম্বে এই পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশসহ ইতিপূর্বে নিয়োগকৃতদের (কর্মচারী) নিয়োগ বাতিলের দাবি জানিয়েছেন।

জানা গেছে, ১৯৯৫ সালের ১ জুলাই চট্টগ্রামে শিক্ষা বোর্ডের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর পত্রপত্রিকায় কোনো ধরনের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ও পরীক্ষা না নিয়েই চুক্তিভিত্তিক কিছু কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছিল। এরপর ১৯৯৬ সালের ১৩ নভেম্বর শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ ১৬টি পদে নিয়োগের জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেয়।

কিন্তু ইতিপূর্বে '৯৫ সালে দৈনিক চুক্তিভিত্তিতে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মচারীরা নতুন নিয়োগের বিরোধিতা করে আন্দোলন করতে থাকে। চাকরির আশায় চট্টগ্রামের হাজার হাজার বেকার যুবক আবেদন করে প্রতীক্ষা করতে থাকে কবে পরীক্ষা হবে। গত শুক্রবার এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। তবে এই পরীক্ষার বিরোধিতা করে বোর্ডের একশ্রেণীর কর্মচারী হাইকোর্টে রীট আবেদন করলে কোর্ট থেকে পরীক্ষার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। তবে গত শুক্রবার এই নিষেধাজ্ঞা বোর্ড কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছার আগেই পরীক্ষা সম্পন্ন হয়ে যায় বলে জানা গেছে।

চট্টগাম শিক্ষা বোর্ড নিয়োগ পরীক্ষার্থী সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক জসিমউদ্দিন, সদস্য সচিব মঞ্জুরুল আলম ও সাংগঠনিক সচিব

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের

● **প্রথম পাতার পর** বিবৃতিতে বোর্ডের একশ্রেণীর স্বার্থান্বেষী কর্মচারীর রিট আবেদনের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ করেছেন। তারা অভিযোগ করেন যে, ১৯৯৫ সালে তৎকালীন বিএনপি সরকারের প্রভাবে পত্রিকায় কোনো বিজ্ঞাপন না দিয়েই তাদের দলীয় লোক নিয়োগ করা হয়েছিল। এবং যারা এই নতুন নিয়োগের বিরোধিতা করছে তাদের অনেকে চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের বহুল আলোচিত-সমালোচিত মেধা কেলেঙ্কারিসহ বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত।।

উল্লেখ্য, ১৯৯৫ সালে দৈনিক চুক্তিভিত্তিক নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মচারীদের সংগঠনটি তাদের পদোন্নতিরও দাবি করে আসছে। এ প্রসঙ্গে শিক্ষা বোর্ড নিয়োগ পরীক্ষার্থী সংগ্রাম পরিষদ নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেন যে, পূর্বে (১৯৯৫ সালে) আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো নিয়োগ হয়নি তাই তাদের মধ্য থেকে পদোন্নতি দেওয়ার প্রশ্নই আসে না। তারা অবিলম্বে লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ, মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ এবং পূর্বের অবৈধভাবে নিয়োগপ্রাপ্তদের নিয়োগ বাতিলের দাবি জানিয়েছেন। অন্যথায় তারা শিক্ষা বোর্ড ঘেরাওসহ বৃহত্তর আন্দোলন কর্মসূচি দেবেন বলে ঘোষণা দেন।